সুখবর দিল চীন, করোনা ভ্যাকসিন পরীক্ষায় শতভাগ সাফল্য

করোনাভাইরাস মহামারীর থাবায় বিশ্ব আজ জবুথুবু হয়ে পড়েছে। একের পর এক দেশে চলছে লকডাউন, স্থবির হয়ে পড়েছে বিশ্ব অর্থনীতির চাকা। ঠিক এসম সময়ে সুখবর দিল চীন। সম্প্রতি বানরের শরীরে একটি নতুন উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন (প্রতিষেধক) প্রয়োগ করে শতভাগ সাফল্য পেয়েছেন চীনা গবেষকরা। খবর ডিএনএ ইন্ডিয়ার।

তারা বলছেন, বানরের শরীরে একটি নতুন উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন প্রয়োগ করে শতভাগ সাফল্য পেয়েছেন। ভ্যাকসিনটির নাম পিকোভ্যাক। বেইজিংভিত্তিক প্রতিষ্ঠান সিনোভ্যাক বায়োটেক এ ভ্যাকসিন তৈরি করেছে। প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রচলিত ভাইরাসপ্রতিরোধী প্রক্রিয়াই অনুসরণ করেই ভ্যাকসিনটি তৈরি করা হয়েছে। কোনো প্রাণীর শরীরে এটি প্রয়োগ করলে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, যা ভাইরাস ধ্বংস করতে সহায়তা করে।

টাইমস অব ইন্ডিয়াতে বলা হয়েছে, মার্চ মাসের শুরুতে রিসাস ম্যাকাকিউস প্রজাতির একদল বানরের শরীরে নতুন উদ্ভাবিত পিকোভ্যাক ভ্যাকসিনটি প্রয়োগ করেন চীনা গবেষকরা। এর তিন সপ্তাহ পরে বানরগুলোকে করোনাভাইরাসের সংস্পর্শে নেয়া হয়। এক সপ্তাহ পরে দেখা যায়, যেসব বানরের শরীরে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হয়েছিল তারা করোনায় সংক্রমিত হয়নি।
আর যেসব বানরকে ভ্যাকসিন দেয়া হয়নি তাদের ফুসফুসে করোনাভাইরাসে উপস্থিতি পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে কয়েকটির শরীরে নিউমোনিয়ার উপসর্গও দেখা দেয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি পর্যায়ে এ গবেষণার ফলাফল লাভের পর মানবদেহেও পিকোভ্যাকের ট্রায়াল শুরু করে বিজ্ঞানীরা।

উল্লেখ্য, মহামারী করোনাভাইরাস প্রতিরোধে এর ভ্যাকসিন তৈরিতে গবেষণাগারে নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। ভ্যাকসিনটির দ্রুত আবিষ্কারে ঝুঁকি নিয়েই সরাসরি মানবদের এর প্রাথমিক পরীক্ষা চালিয়েছেন যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রের ভাইরোলজিস্টরা। সেসব পরীক্ষায় এখনও শতভাগ সাফল্য না আসলেও ভিন্ন এক সফলতার কথা জানাল চীনের বিজ্ঞানীরা। সূত্র-যুগান্তর

এ বছর কোটার ২০ শতাংশ যেতে পারবেন হজে

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাস মোকাবেলায় জোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সৌদি আরব। এমন পরিস্থিতিতে চলতি বছরে হজ যাত্রীদের সংখ্যা কাটছাঁট করে হজ পালনের অনুমতি দেয়া হতে পারে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যে প্রতিটি দেশকে তাদের নিয়মিত কোটার ২০ শতাংশ নাগরিককে এবার হজ পালনের সুযোগ দিতে পারবে সৌদি।

প্রতিটি মুসলমান জীবনে অন্তত একবার হলেও হজ পালনের ইচ্ছা পোষণ করেন। প্রতি বছর প্রায় ২৫ লাখ মুসলমান মক্কা ও মদিনায় গিয়ে জমায়েত হন।

সরকারি উপাত্ত থেকে জানা গেছে, হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের কাছ থেকে সৌদি আরব বছরে এক হাজার ২০০ কোটি ডলার আয় করে।

কিন্তু এ বছর ওমরাহ বাতিল করে হজের পরিকল্পনাও স্থগিত রাখতে আহ্বান জানিয়েছে দেশটি। আগামী জুলাইয়ের শেষ দিকে হজ পালনের কথা রয়েছে।

সৌদিতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে গেছে। অধিকাংশ হজযাত্রী জেদ্দা হয়েই মক্কায় যান। সেই জেদ্দায়ও লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

চলতি বছরে কেবল প্রতীকী সংখ্যক লোককে হজ পালনের অনুমতি দেয়ার কথা ভাবছে সৌদি। অতিরিক্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও বিধিনিষেধের পাশাপাশি বয়স্ক লোকদের হজ পালনে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে।

প্রতিবছর কতজন লোক হজ করতে যেতে পারবেন, কোটা অনুসারে দেশগুলোকে তা ভাগ করে দেয়া হয়। চলতি বছরে সৌদি কর্তৃপক্ষ মনে করেন, অতিরিক্ত কঠোর পদক্ষেপের কারণে তারা প্রতিটি দেশের কোটার ২০ শতাংশ পূরণ করতে পারবেন।

তিনটি সূত্র জানিয়েছে, বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা হজ বাতিলের তোরজোর করছেন।

কিন্তু হজ বাতিল কিংবা সীমিত করে দেয়া হলে দেশটির অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা লাগবে। করোনা প্রতিরোধের লড়াইয়ে লকডাউনের কারণে তেলের দামও পড়ে গেছে।

কাজেই মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকোচনের পূর্বাভাস দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। সরকারের গণমাধ্যম কার্যালয় ও হজ এবং ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। সূত্র-যুগান্তর

চীনের মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা আসায় রোগীরা সাহস পাবেন: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশকে কারোনা চিকিৎসায় সহযোগিতা করার জন্য চীনের ১০ সদস্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল সোমবার ঢাকায় এসে পৌঁছেছে। তারা আগামী ২২ জুন পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করবেন।

বিমানবন্দরে চীনের চিকিৎসক দলকে স্বাগত জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, চীনের চিকিৎসক দলের মাধ্যমে বাংলাদেশের চিকিৎসকরা উৎসাহ পাবেন। তাছাড়া এদেশের রোগীরাও সাহস পাবেন।

তিনি বলেন, পৃথিবীর সব দেশকে সম্মিলিতভাবে করোনা মহামারী মোকাবিলায় কাজ করতে হবে। করোনা বৈশ্বিক ইস্যু এবং এটা কোনো একক দেশের পক্ষে ম্যানেজ করা সম্ভব নয়। করোনা পরবর্তী অথনৈতিক সমস্যা মোকবিলায়ও বিভিন্ন দেশের পারস্পারিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, চীন বাংলাদেশের করোনা মোকাবিলায় সহযোগিতার পাশাপাশি রোহিঙ্গা বিষয়েও বিশেষ আগ্রহ নিয়ে কাজ

করছে।

তিনি বলেন, আশা করি রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানেও চীনের সহায়তা আমাদের অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক আরো গভীর হবে বলে ড. মোমেন আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ড. মোমেন বলেন, চীনের এ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল আমাদের চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন, বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিদর্শন করবেন। প্রয়োজনবোধে তারা এদেশের করোনা চিকিৎসার বিষয়ে সুপারিশ করবেন। এতে আমাদের রোগীরা সাহস পাবেন।

এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেন, চীন করোনা নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে। করোনা রোগী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশও চীনকে অনুসরণ করছে। এমনকি নিরাপদ শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টিও চীন প্রথম আবিষ্কার করে।

এ সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক এফ এম বোরহান উদ্দীন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনামুক্ত নিউজিল্যান্ড, কঠিন লকডাউনই সাফল্যের চাবিকাঠি

বিশ্বের সব দেশেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। লকডাউন চালু করলেও সংক্রমণ ঠেকাতে নাভিশ্বাস উঠছে আমেরিকা, ব্রিটেনের মতো শক্তিশালী দেশগুলোর।

লকডাউনের মধ্যেও ব্রাজিল, দক্ষিণ আমেরিকা, ভারতে ক্রমেই বেড়ে চলেছে মারণ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। এই কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েও অসাধ্য সাধন করে দেখিয়ে দিল উইলিয়ামসনদের দেশ। আর এর পিছনে

রয়েছে ওশিয়ানিয়ার ছোট্ট দেশের কঠিন মানসিকতা।

মাত্র তিন মাসের মধ্যে করোনামুক্ত দেশ হিসেবে প্রথম তালিকায় নাম লেখাল নিউজিল্যান্ড। এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে কঠিন লকডাউন। সরকারের কঠিন নির্দেশকে মান্য করে ওই দেশ এখন সম্পূর্ণ করোনামুক্ত। শেষ যিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন, তিনিও সুস্থ হয়ে রবিবার বাড়ি ফিরে গেছেন।
প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারিতে নিউজিল্যান্ডে প্রথম করোনা আক্রান্তের হদিশ মেলে। গত ১৫ মে পর্যন্ত শেষবার নতুন সংক্রমণের খবর পাওয়া গেয়েছিল। পঞ্চাশ লাখ জনসংখ্যার এই দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১১৫৪জন। মারা গেছেন ২২জন।

গত ১৭ দিন নতুন করে কোনও সংক্রমণের খবর পাওয়া যায়নি। সোমবার মধ্যরাত থেকেই দেশ থেকে লকডাউন তুলে নেয়া হয়েছে। সীমান্তে কড়া বিধি নিষেধ থাকলেও অভ্যন্তরীণে কোনও নিষেধাজ্ঞা আপাতত থাকছে না।

কড়া বিধি-নিষেই যে করোনামুক্তের প্রধান কারণ, তা এক কথায় সকলেই বিশ্বাস করেছেন। সরকারি তত্পরতায় দেশে করোনার প্রভাব ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারেনি। টানা তিন মাস কঠোর লকডাউন আর প্রচুর পরিমাণে করোনা টেস্টের কারণে হাতে নাতে সুফল পেয়েছে এই ছোট্ট দেশ।

উল্লেখ্য, প্রথম করোনায় আক্রান্তের হদিশ মিলতেই সাত সপ্তাহের লকডাউন জারি করা হয়। বাড়ি থেকে কাউকে বের হতে নিষেধ করে দেয়া হয়। জরুরি পরিষেবা চালু হয় গোটা দেশে। ফলে সংক্রমণের সংখ্যা একধাপে অনেকটাই কমে যায় তখন। দেশ করোনামুক্ত শুনেই আনন্দে শিশুকন্যা নেভের সঙ্গে একটু নেচে ফেলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী জেসিন্দা। একটি সংবাদমাধ্যেমর সাক্ষাত্কারে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

কবে কোথায় প্রথম করোনা

সংক্রমণ, চাপে পড়ে সব প্রকাশ করল চীন

করোনাভাইরাস নিয়ে চীনের বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের অভিযোগে সরব হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রসহ একাধিক দেশ। অভিযোগকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে চীন। তবে ক্রমাগত চাপ বাড়তে থাকায় অবশেষে দেশে করোনা সংক্রমণ নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করল বেজিং। চীনে কবে, কোথায় করোনা সংক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে, এই শ্বেতপত্রে সেই সব তথ্যই প্রকাশ করা হয়েছে।

রবিবার চীন দাবি করেছে, করোনা সংক্রমণের প্রথম মামলাটি গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর ইউহানে সামনে এসেছিল। তবে করোনাভাইরাসের কারণে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়া এবং মানব শরীর থেকে মানব শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা প্রথম চলতি বছরের ১৯ জানুয়ারি জানা যায় বলে দাবি করেছে বেজিং। চীনের দাবি, গত ১৯ জানুয়ারি একজনের শরীর থেকে অন্যের শরীরে সংক্রমণের এই ঘটনা সামনে আসার পরই তা রুখতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

তবে এ দিনও নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে চীন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কথা গোপন করা নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে ওঠা অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করে আত্মপক্ষসমর্থনে শ্বেতপত্রে বিশদে ব্যাখ্যাও দিয়েছে চীন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সহ একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা অভিযোগ করেছেন, চীন সময়মতো তথ্য না জানানোর কারণেই গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে করোনাভাইরাস। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

চীনে করোনাভাইরাসের উৎসস্থল হলেও এখন সেদেশ তা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে । বরং করোনাভাইরাস মহামারি বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশে চীনের থেকেও কয়েকগুণ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। আমেরিকা, ব্রাজিল, স্পেন, ইতালি, রাশিয়া ও ভারতসহ বিভিন্ন দেশ এখন করোনার ধাক্কা সামাল দিতে লড়াই করে যাচ্ছে। যার জেরে গোটা বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৬৮ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ৪ লক্ষেরও বেশি মানুষের।

শ্বেতপত্রে চীন দাবি করেছে, গত ২৭ ডিসেম্বর ইউহানের একটি

হাসপাতালে প্রথম বার করোনাভাইরাস আক্রান্ত রোগীকে চিহ্নিত করা হয়। এর পরই বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়। শ্বেতপত্রে আরও দাবি করা হয়েছে, সরকারের গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি গত ১৯ জানুয়ারি প্রথমবার জানায়, মানব দেহ থেকে অন্য মানুষের শরীরে করোনার সংক্রমণ ঘটতে পারে। এর পরই সংক্রমণ রুখতে যাবতীয় পদক্ষেপ করা হয়।

সূত্র : নিউজ এইটটিন।

করোনায় একদিনে দেশে সর্বোচ্চ মৃত্যু ৪২, শনাক্ত ২৭৪৩জন

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৪২ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এই সময়ে ২ হাজার ৭৪৩ জন শনাক্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদফতর।

এ নিয়ে দেশে মোট কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হলেন ৬৫ হাজার ৭৬৯ জন এবং মারা গেলেন ৮৮৮জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৭৮ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৩ হাজার ৯০৩ জন।

রোববার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৮৪২টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। পূর্বের নমুনসহ মোট ১৩ হাজার ১৩৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ২ হাজার ৭৪৩ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ৬৫ হাজার ৭৬৯ জন।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মারা গেছেন ৪২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৫ জন ও নারী ৭ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ৮৮৮ জন।

এ পর্যন্ত যত কোভিড রোগীর মৃত্যু হয়েছে তার মধ্যে পুরুষ ৭৭.০৬

শতাংশ এবং নারী ২২.৯ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫২১ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৩ হাজার ৩২৫ জন।

ডা. নাসিমা জানান, বয়স বিশ্লেষণে ২১-৩০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৯ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১৪ জন এবং ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৩ জন ও ৯১-১০০ বছরের মধ্যে একজন মারা গেছেন।

তিনি আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ২৭ জন, চট্টগ্রামে ৮ জন, সিলেটে ২ জন, রাজশাহীতে ২ জন, ময়মনসিংহে একজন ও খুলনায় ২ জন মারা গেছেন। মৃত রোগীদের মধ্যে হাসপাতালে ৩০ জন ও বাড়িতে ১২ জন মারা গেছেন। এছাড়া মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

যুগান্তর রিপোর্ট

আক্রান্তের তালিকায় ইতালিকে টপকে ষষ্ঠ স্থানে ভারত

জুন মাস শুরু হয়েও যতদিন যাচ্ছে ততোই যেন খারাপ হচ্ছে করোনা পরিস্থিতি৷ ব্রাজিল, ভারতের মতো অনেক দেশেই সংক্রমণের পরিমাণ বেড়েই চলেছে প্রতিদিন৷ এখনও করোনা আক্রান্ত দেশগুলোর তালিকায় সবার উপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র৷ সে দেশের করোনা সংক্রমিত এখনও

পর্যন্ত ১,৯৬৫,৯১২ জন৷ পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে ১১১,৩৯৪ জনের৷

তালিকায় দু’নম্বরে রয়েছে ব্রাজিল৷ সে দেশে এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬৪৬,০০৬ জন৷ পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে ৩৫,০৪৭ জনের৷

করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় তিন নম্বরে রাশিয়া। মৃত্যুর সংখ্যা অবশ্য অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনও পর্যন্ত অনেকটাই কম৷ ৫৭২৫ জন। সব মিলিয়ে স্পেনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৮৮,০৫৮ জন৷ মৃত্যু হয়েছে ২৭,১৩৪ জনের৷

তালিকায় পাঁচ নম্বরে রয়েছে ব্রিটেন৷ এখনও পর্যন্ত সে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৮৩,৩১১ জন৷ পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে ৪০,২৬১ জনের৷

ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে প্রতিদিনই৷ এখনও পর্যন্ত দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২,৩৬,৬৫৭ জন। সক্রিয় আক্রান্ত ১,১৫,৯৪২ জন। সুস্থ হয়েছেন ১,১৪,০৭২ জন। মৃত্যু হয়েছে ৬৬৪২ জনের। আক্রান্তের সংখ্যার নিরিখে ইতালিকেও এখন টপকে গেছে ভারত৷ এমনটা চললে ব্রিটেনকে টপকে তালিকায় প্রথম পাঁচে ভারতের ঢুকে পড়াটা এখন স্রেফ সময়ের অপেক্ষা৷

একসময় কোভিড পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করা ইতালিতে এখন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৩৪,৫৩১ জন৷ পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে ৩৩,৭৭৪ জনের৷

তালিকায় আট নম্বরে থাকা পেরুতে এখন মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১৮৭,৪০০ জন৷ পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে ৫১৬২ জনের৷

জার্মানিতে মোট আক্রান্ত এখনও পর্যন্ত ১৮৫,৪১৪ জন৷ মৃত্যু হয়েছে ৮,৭৬৩ জনের

তুরস্কতে মোট আক্রান্ত এখনও পর্যন্ত ১৬৮,৩৪০ জন৷ পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে ৪৬৪৮ জনের৷

সঠিক পরীক্ষা হলে ভারত-চীনে করোনা রোগী অনেক বাড়বে: ট্রাম্প

ভারত ও চীনে ব্যাপক হারে করোনা পরীক্ষা হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ঠিকমতো পরীক্ষা হলে সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা আরও অনেক বাড়বে বলে দাবি ট্রাম্পের।

পিউরিটান মেডিক্যাল প্রোডাক্টসের দফতরে শুক্রবার পরিদর্শনে গিয়ে ট্রাম্প এসব কথা বলেন।

সেখানেই আমেরিকার সঙ্গে অন্য দেশের তুলনা টানেন তিনি। খবর রয়টার্সের।

করোনা পরিস্থিতি সামাল দেয়া নিয়ে লাগাতার বিরোধীদের তোপের মুখে পড়তে হচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসনকে। এমন পরিস্থিতিতে নিজের ভাবমূর্তি রক্ষার্থেই ভারত ও চীনের সঙ্গে তিনি আমেরিকার তুলনা টেনেছেন বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে জোড়া ধাক্কায় বেসামাল তার সরকার। নোভেল করোনার প্রকোপে দেশজুড়ে মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ হচ্ছে। তার মধ্যেই জর্জ ফ্লয়েডের হত্যার ঘটনায় বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে গোটা যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে।

উন্নত মানের র্যাপিড টেস্টের কিট তৈরি করে পিউরিটান সংস্থা। তাদের সেই কিটের মাধ্যমে পরীক্ষা করা গেলে ভারত ও চীনের আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি হতো বলে দাবি করেন ট্রাম্প।

তিনি বলেন, দেশবাসীকে জানাতে চাই, আমাদের এখানে বেশি পরীক্ষা হয় বলেই বেশি সংখ্যক রোগী ধরা পড়ছে। ভারত এবং চীনে ব্যাপকহারে পরীক্ষা হলে সেখানেও আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বাড়বে।

জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শনিবার পর্যন্ত আমেরিকায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৮ লাখ ৯৭ হাজার ৮৮ জন।

এ পর্যন্ত কোভিড-১৯ রোগে এক লাখ ৯ হাজার ১৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে সেখানে। ট্রাম্পের দাবি, এ পর্যন্ত ২ কোটি মানুষের পরীক্ষা করা হয়েছে আমেরিকায়।

সেই তুলনায় জার্মানিতে পরীক্ষা হয়েছে মাত্র ৪০ লাখ মানুষের। দক্ষিণ কোরিয়ায় ৩০ লাখ মানুষের পরীক্ষা হয়েছে।

পাকিস্তানে করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ আক্রান্তের রেকর্ড

লকডাউনের কড়াকড়ি নিয়মে শিথিলতা আনার পর থেকেই একদিনে সর্বোচ্চ আক্রান্তের রেকর্ড গড়ছে পাকিস্তান।

দেশটিতে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ৪ হাজার ৮০১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারা গেছেন ৮২ জন।

আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থা ওয়ার্ল্ডওমিটারস এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

মঙ্গলবার দেশটিতে নতুন করোনা রোগীর সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ৬৫ জন। এদিন মারা গেছে ৬৫ জন।

পাকিস্তানের গণমাধ্যম জিও টিভি জানিয়েছে, আক্রান্তের তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করছে সিন্ধুপ্রদেশ। এ পর্যন্ত সিন্ধুপ্রদেশে করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩২ হাজার ৯১০ জন। সিন্ধুর পরেই পাঞ্জাবপ্রদেশে করোনা রোগীর সংখ্যা সর্বোচ্চ। এ পর্যন্ত সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩১ হাজার ১০৪ জন। খাইবার পাখতুনে আক্রান্তের সংখ্যা ১১ হাজার ৩৭৮ জন। বেলুচিস্তানে এ পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছে ৫ হাজার ২২৪ জন। রাজধানী ইসলামাবাদে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ৩ হাজার ৫৪৪ জন।

এ ছাড়া গিলগিট-বালতিস্তানে ৮২৫ জন ও পাকনিয়ন্ত্রিত আজাদ-কাশ্মীরে এ পর্যন্ত ২৮৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে।

এদিকে গত মঙ্গলবার পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের এক মন্ত্রী

প্রাণঘাতী করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে নিশ্চিত করেছে সংবাদমাধ্যম ডন। তার নাম গোলাম মুর্তজা।

বেলুচ সিন্ধুপ্রদেশের মানব ব্যবস্থাপনাবিষয়ক মন্ত্রী ছিলেন তিনি।

এমন পরিস্থিতিতে লকডাউনে কিছুটা কড়াকড়ি এনেছে বেলুচিস্তান প্রশাসন। সেখানে লকডাউনের মেয়াদ আরও ২ সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে।

ওয়ার্ল্ডওমিটারসে দেয়া সর্বশেষ তথ্যআনুযায়ী, পাকিস্তানে এ পর্যন্ত করোনায় মোট আক্রান্ত হয়েছে ৮৫ হাজার ২৬৪ জন। মারা গেছে ১ হাজার ৭৭০ জন। সুস্থ হয়েছে ৩০ হাজার ১২৮ জন। হাসপাতালে ও কোয়ারেন্টিনে চিকিৎসাধীন ৫২ হাজার ৩৬৬ জন। এদের মধ্যে ১১১ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সূত্র-যুগান্তর

আরও ভয়ঙ্কর ভারতের করোনা পরিস্থিতি

প্রতিদিনিই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। মোট আক্রান্তের হিসাবে জার্মানি ও ফ্রান্সকে পিছনে ফেলে সোমবার ভারত উঠে এসেছিল বিশ্বের সপ্তম স্থানে। সেই বৃদ্ধির ধারা মঙ্গলবারও অব্যাহত।

দেশটির কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্যানুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৮ হাজার ১৭১ জন। এই বৃদ্ধির জেরে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা হল ১ লাখ ৯৮ হাজার ৭০৬ জন। আক্রান্তের নিরিখে রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, দিল্লি ও গুজরাট।

আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়ছে দেশটিতে। মোট মৃত্যুর নিরিখে চীন ও রাশিয়াকে আগেই টপকে গিয়েছিল ভারত। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনার থাবায় দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে ২০৪ জনের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে, কোভিড-১৯-এর কারণে দেশে মোট মৃত্যু হল ৫ হাজার ৫৯৮ জনের। এর মধ্যে

মহারাষ্ট্রেই মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৩৬২ জনের। গুজরাটে ১ হাজার ৬৩ জনের। এরপর রয়েছে রাজধানী দিল্লি। সেখানে মোট ৫২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। শতাধিক মৃত্যুর তালিকায় রয়েছে মধ্যপ্রদেশ (৩৫৮), পশ্চিমবঙ্গ (৩২৫), উত্তরপ্রদেশ (২১৭), রাজস্থান (১৯৮), তামিলনাড়ু (১৮৪)।

দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা সব থেকে বেশি মহারাষ্ট্রে। সেখানে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৭০ হাজার ছাড়াল। গত ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৩৫৮ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন সেখানে। এ নিয়ে সে রাজ্যে মোট আক্রান্ত হলেন ৭০ হাজার ১৩ জন। এর পরই তামিলনাড়ু। সেখানে মোট আক্রান্ত ২৩ হাজার ৪৯৫ জন।

রাজধানী দিল্লিতে মোট ২০ হাজার ৮৩৪ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৯৯০ জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন দিল্লিতে।

গুজরাটে মোট আক্রান্ত ১৭ হাজার ২০০ জন। এরপর ক্রমান্বয়ে রয়েছে রাজস্থান (৮,৯৮০), মধ্যপ্রদেশ (৮,২৮৩), উত্তরপ্রদেশ (৮, ০৭৫), পশ্চিমবঙ্গ (৫,৭৭২), বিহার (৩,৯২৬), অন্ধ্রপ্রদেশ (৩,৭৮৩), কর্নাটক (৩,৪০৮), তেলঙ্গানা (২,৭৯২), জম্মু ও কাশ্মীর (২,৬০১), হরিয়ানা (২,৩৫৬), পঞ্জাব (২,৩০১), ওড়িশা (২,১০৪), আসাম (১,৩৯০), কেরল (১,৩২৬), উত্তরাখণ্ড (৯৫৮)। সূত্র: আনন্দবাজার